লালপাথর

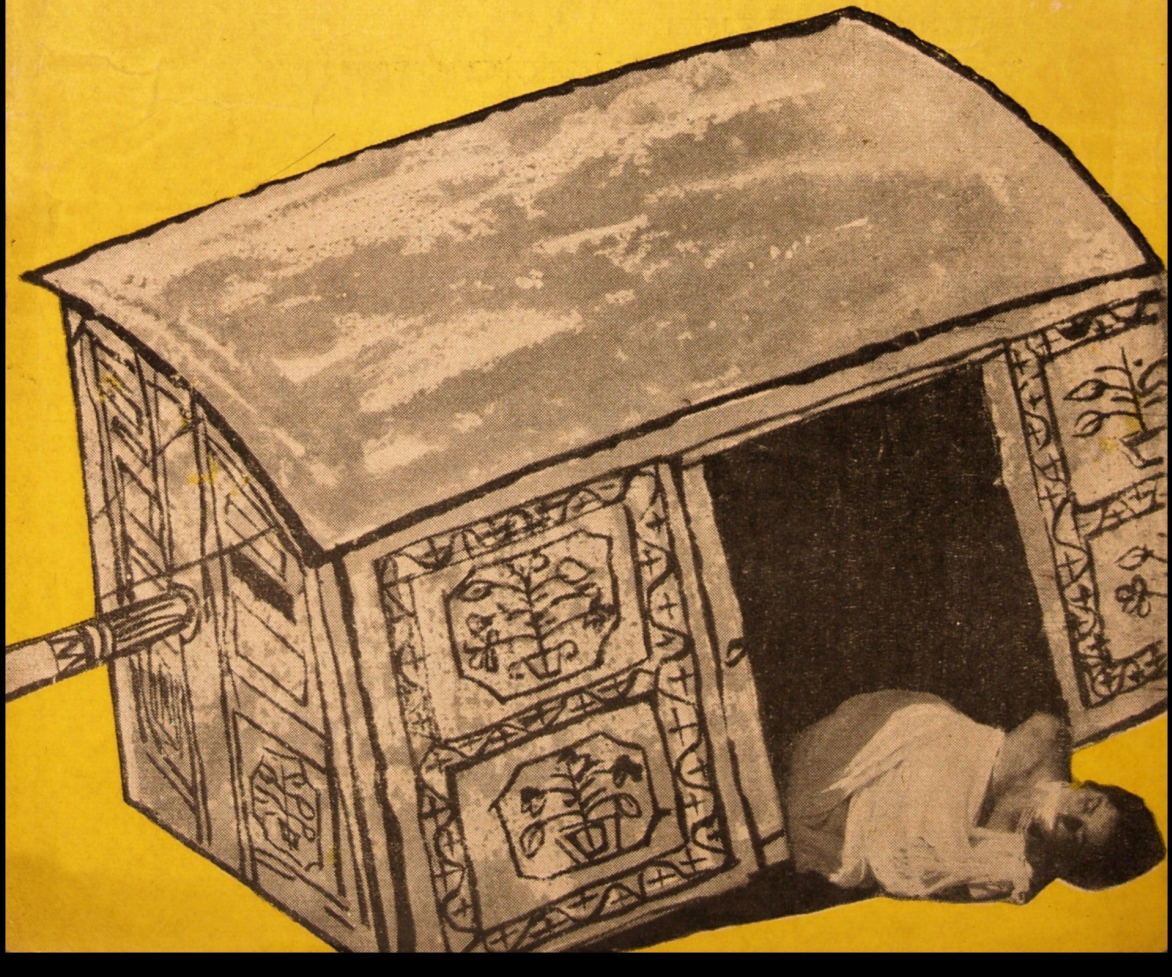

এসারবি প্রোডাকসন-এর প্রথম নিবেদন

লালপাথর

কাহিনী—প্রশান্ত চৌধুরী। প্রযোজনা—সুভাষরঞ্জন বসু।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সুশীল মজুমদার।

সংগীত পরিচালনা। সলিল চৌধুরী। চিত্রনাট্য সহযোগী। মনোজ ভট্টাচার্য। চিত্র শিল্পী। বিজয় ঘোষ। শব্দযন্ত্রী। অতুল চ্যাটার্জি, বাণী দত্ত, সৌমেন চ্যাটার্জি, সুনীল ঘোষ। শিল্প নির্দেশক। সুনীতি মিত্র। প্রধান সম্পাদক। অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি। সম্পাদক। দেবীদাস গাঙ্গুলী। সংগীত গ্রহণ। শ্যামসুন্দর ঘোষ, বি এন শর্মা (বোম্বে)। রবীন্দ্র সংগীতাংশের জার্মান অনুবাদক। মিস্ আঙ্গোলিকা, অমিত ঘোষ। গীত রচনা। সলিল চৌধুরী, এ গুলজার। প্রধান কর্মসচীব। রতন চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা। প্রলয় দত্ত, গোপী দে। দৃশ্যপট অংকন। কবি দাশগুপ্ত। নৃত্য পরিচালনা। শক্তি নাগ। রূপসজ্জা। মদন পাঠক, বসির আমেদ, মুন্সীরাম। সাজসজ্জা। নিউ স্টুডিও সাপ্লাই। স্থির চিত্র। পিক্‌স্ স্টুডিও। পরিচয় লিখন। শ্রী শচীন ভট্টাচার্য। আঙ্গিক পরিকল্পনা ও কেশবিন্যাস। সুনন্দা মিশ্র (মজুমদার)। স্টুডিও ব্যবস্থাপনা। ভোলানাথ ভট্টাচার্য। প্রচার। বাগীশ্বর ঝা।

কণ্ঠদানে ঃ—মান্না দে। শ্যামল মিত্র। সবিতা চৌধুরী। মুবারক বেগম। সুজাতা মুখার্জি।

সহকারী কলাকুশলী ঃ—পরিচালনা। ননী মজুমদার, অমল সরকার, নিত্য কর, দীপক গুপ্ত। চিত্রশিল্পী। পঙ্কজ দাস। শব্দ গ্রহণ। রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর। শব্দ পুনর্যোজনা। জ্যোতি চ্যাটার্জি। শিল্প নির্দেশনা। বুদ্ধদেব ঘোষ। সম্পাদনা। বিপ্লব রায়চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা। সতীশ দাস, বলাই। দৃশ্যপট অংকন। রবি দাশগুপ্ত, প্রবোধ ভট্টাচার্য। সাজসজ্জা। বিশ্বনাথ দাস। আলোক সম্পাত। শম্ভু, নিতাই, দুলাল, শৈলেন, হরি, জগু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কুমার শক্তিপদ গর্গ (মহিষাদল)। সুভাষ চৌধুরী। এম, এ, ওয়ালী (হাজারীবাগ) এ, ইমাম (হাজারীবাগ)। এম, কে, ঝা (হাজারীবাগ)। অনিল সেন। শৈলেন দত্ত (আগ্রা)। রামলক্ষ্মণ জুয়েলার্স (কলিকাতা)। পি সি বোস। ফ্লাওয়ার এম্পোরিয়াম (কলিকাতা)। মডার্ণ ডেকরেটর্স (কলিকাতা)। কাশীপুর ক্লাব (কলিকাতা)। বাণী চক্র। সেখ মুন্নু মিস্ত্রা।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ লিঃ, ক্যালকাটা মুভিটোন, টেকনিসিয়ান স্টুডিও, রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে গৃহীত। অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জি সহকারীগণ কর্তৃক আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : ডিলাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ।

কাহিনী

তখনও ইংরাজদের শাসনাধীন ভারত, জমীদারদের পূর্ণ গৌরব, প্রতিপত্তি অটুট। রায় নগরের জমীদার বংশের ষষ্ঠপুরুষ কুমার হেমদাকান্ত সাইকোলজিতে এম, এ, পাশ, চিরকৌমার্য্য ব্রতধারী তরুণ যুবক। তাঁরই জমীদারীর একগ্রামে মানুষখেকো বাঘের উপদ্রবের খবর পেয়ে কুমার হেমদাকান্ত দেহরক্ষী হীরা সিং আর বালক ভৃত্য রঘুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাঁবু আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে লোকজন আগেই চলে গিয়েছিল। বাঘিনীটিকে মেরে হেমদাকান্ত যখন ফিরে আসছিল হঠাৎ এক ডাকাতদলের সম্মুখীন হয়ে পড়ল। বন্দুকের আওয়াজে ডাকাতের দল পালিয়ে গেল। সঙ্গের পাল্কীটি এক পাশে পড়ে রইলো। পাল্কীর দরজা খুলতেই একটি যুবতী বিধবা হাত মুখ বাঁধা অবস্থায় গড়িয়ে পড়ল পাল্কীর বাইরে। চোখে মুখে জল দেওয়ায় মেয়েটির জ্ঞান হল কিন্তু কোন কথা বলতে পারলো না। মেয়েটির রূপ যৌবন আর অসহায় অবস্থা হেমদাকান্তের মনে চাঞ্চল্য এনে দিল। জীবনে এই প্রথম পরস্ত্রীর সম্মুখীন হল হেমদাকান্ত।

মেয়েটিকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে হেমদাকান্ত বিব্রত হয়ে পড়ল। কারণ প্রাসাদে কোন স্ত্রীলোক নেই। হেমদাকান্তের ব্যভিচারী পিতা রাজা বরদাকান্তের আমলে অন্দরমহলে মেয়েদেরই প্রাধান্য ছিল। তাই কুমার প্রাসাদে

স্ত্রীলোকের বাস বন্ধ করে দিয়েছিল। আজ বালক ভৃত্য রঘুর শরণাপন্ন হোল হেমদাকান্ত।

হীরা সিং খবর নিয়ে এলো। মেয়েটির পরিচয়ও পেল, ওরই প্রজা ফকির চাষীর বিধবা পত্নী। মেয়েটিকে ফেরত পাঠাল তার বাড়ীতে। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারল না তার রূপ যৌবন। এমন কি ভোলবার অস্ত্র হিসাবে সুরার এবং সঙ্গীতের আশ্রয় নিল হেমদাকান্ত। সবই বৃথা। ছুটে গেল সে। দেখলো মেয়েটির দেওর আর শ্বাশুড়ী মারছে সৌদামিনীকে। দেওরকে শাস্তি দিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। এতদিনের ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রীলোক বিদ্বেষ, সব ভেসে গেল তরুণ জমিদারের।

সৌদামিনীকে নিয়ে রায়নগর ছেড়ে চলে এলো ব্যারাকপুর প্রাসাদে। মনের মত করে সাজাল তাকে। সৌদামিনী নতুন করে হল মাধুরী। শিক্ষিত মন হেমদাকান্ত, শুধু মাধুরীর রূপ যৌবন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তাকে শিক্ষিত করে তোলবার সাধনায় লেগে গেল। কিন্তু প্রতি পদে পদে বাধা পেতে লাগল মূর্খ চাষার মেয়ের কাছে। নিষ্ফলতার আঘাতে অধৈর্য্য হেমদাকান্ত রীতিমত সুরাশ্রয়ী হয়ে পড়ল। পারিবারিক উন্মাদ রোগ যেন পেয়ে বসল তাকে। সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল মাধুরীর ওপর, হঠাৎ মায়ের ছবির সামনে এসে এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল হেমদাকান্ত। মেনে নিল ভবিতব্যকে শান্ত মনে। এমনি করে দশ বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন এক গানের আসরে গিয়ে একটি মেয়ের গান শুনে মুগ্ধ হেমদাকান্ত তাকে বিয়ে করে বসলো। যদিও সুমিতার সঙ্গে হেমদার বয়সের পার্থক্য অনেক তবু অর্থের প্রাচুর্য্য ঢেকে দিল বয়েস। লোভী মদ্যপ রেসুড়ে হরিশ চক্রবর্তী তার স্ত্রীর বাধা সত্বেও মেয়েকে জোর করে হেমদার সঙ্গে বিয়ে দিল।

এমনি সময় সুমিতার বাল্যবন্ধু অম্বরীষ জার্মাণী থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ফিরে এলো। পিসীমার কাছে সুমিতার বিয়ের সংবাদে মর্মাহত ও ব্যথিত হল অম্বরীষ। হেমদাকান্ত তখন তার পরিচয় পেয়ে বন্ধুত্বের দাবীতে কাছে টেনে নিল অম্বরীষকে। মুগ্ধ হল তার গুণপনায়। সুমিতাকে গান শেখাবার ভার চাপিয়ে দিল তার উপর।

এদিকে অপমানে অবহেলায় আহত মাধুরী হেমদাকান্তের মন ঈর্ষার বিষে জর্জরিত করে তুলল। ধীরে ধীরে হেমদাকান্ত উন্মাদ হয়ে উঠল। মাধুরী তার কৃতকর্মে ভয় পেয়ে গিয়ে অনুতপ্ত হল। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার মনস্থ করল সে, চেষ্টা করল নিষ্পাপ সুমিতার ওপর থেকে হেমদাকান্তের মিথ্যা সন্দেহ দূর করতে। তাই একদিন অম্বরীষকে ডেকে ভালবাসার অভিনয় করল। ঘৃণায় অম্বরীষ মাধুরীকে ঠেলে ফেলে চলে গেলো। হেমদাকান্ত সবই দেখল। মাধুরীকে তাড়িয়ে দিলো আর সুমিতাকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সন্দেহ বিষে জর্জরিত হেমদাকান্ত শান্তি পেল না। অনেক জায়গা ঘুরে আগ্রায় এসে হেমদাকান্ত সুমিতাকে নিয়ে গেল ফতেপুর সিক্রি। সেলিম চিস্তির কবরে প্রার্থনা জানাতে চাইল সুমিতা। হেমদা জানতে চাইল চিস্তির কাছে কি কামনা করবে। সুমিতা কিন্তু জানাতে পারল না। লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। ভুল বুঝল হেমদা। নিমন্ত্রণ করে পাঠাল অম্বরীষকে, লিখে দিল যেন তার বন্দুকটি অবশ্য সঙ্গে করে নিয়ে আসে শিকারের জন্যে।

বেচারী অম্বরীষ খুসী হয়েছিল হেমদা-সুমিতার ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হয়েছে ভেবে। আনন্দিত মনে আগ্রায় ছুটে এলো বন্দুক নিয়ে। হেমদা তখন হ্যামলেট থেকে আবৃত্তি করে চলেছে—

To be or not to be
That is the question ?

তারপর.....?

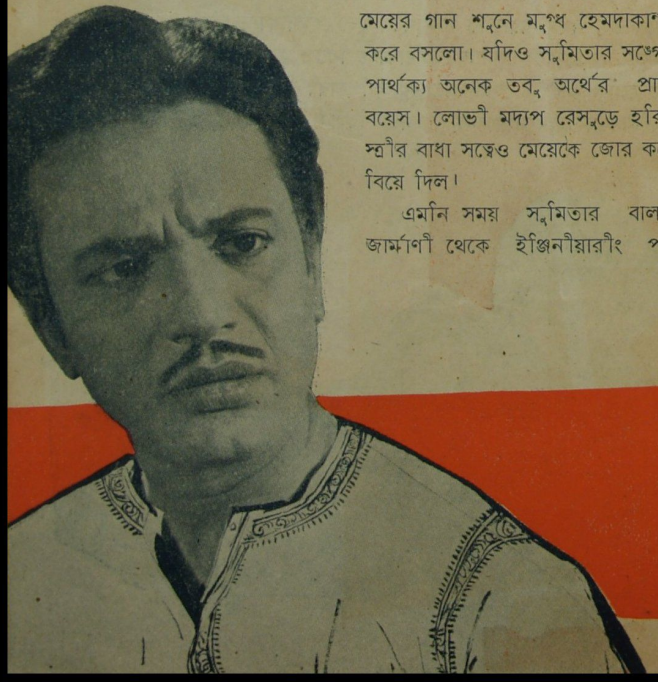

চরিত্র রূপায়ণে

উত্তমকুমার। সুপ্রিয়া চৌধুরী। শ্রাবণী বসু। নির্মলকুমার। মলিনা দেবী। বাণী গাঙ্গুলী। রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়)। শান্তা দেবী। আভা মণ্ডল। সুতপা ভট্টাচার্য। শতাব্দী দাস। কুমকুম বসু। শান্তা ভট্টাচার্য। মিসেস্ মহেন্দ্র। সুরুচি মুখার্জি। সুবীরা রায়। সুরাইয়া। আজরা। রীতা। ইলা। কণিকা। রবি ঘোষ। রাজা মুখার্জি। মণি শ্রীমাণী। রতন ভট্টাচার্য। বিনয় দত্ত। পতাকী ভট্টাচার্য। দীপক গুপ্ত। ননী মজুমদার। মৃণাল দাস। শক্তি। হিরণ। শান্তা লাল। রমেশ। নিরঞ্জন। শক্তি চক্রবর্তী। সুশীল মজুমদার। ধীরেন গাঙ্গুলী। উমা ভট্টাচার্য। সৌরীন সিনহা। অমল রায়চৌধুরী। গোবিন্দ ঘোষ। রমেশ শর্মা। মাষ্টারজী। জগন্নাথ। শ্যামল। সুনীল আরো অনেকে এবং রমেশ শর্মা। মাষ্টারজী। জগন্নাথ। শ্যামল। সুনীল আরো অনেকে ও ল্যাসী।

সংগীত

১

শাঁস কে জখ্‌ম ভর রহা হ্যয় কোই
ফির তুঝে ইয়াদ কর হ্যয় কোই ॥
আগ সে দিন গুজার্‌ কর্‌ আল্লা
সর্দরাতোঁ সে ভর হ্যায় কোই ॥
নাম লে লে কৈ জী রহা হ্যয় মগর্‌
আহ্‌ ভর্‌ ভর্‌ কে মর রহা হ্যয় কোই ॥

কথা : গুলজার

২

যা বাঁশী যারে দূরে
মন লাগে না আর ঘরে
মোর স্বপ্ন সীমানার পারে ॥
মেঘ্‌ মেঘ আকাশের রঙ ধরে না,
ঝির ঝির ঝরনা আর ঝরে না,
যে মন হারায়ে গেলে আর ভরে না।
আহা গো সজনী
কাটে না মোর রজনী ॥
কিছু কিছু কথা কওয়া যায় না,
কিছু কিছু গান গাওয়া যায় না,
কিছু কিছু খুসী সওয়া যায় না ॥

কথা : সলিল চৌধুরী

৩

সখী দে গো সাজায়ে ফুল সাজ
সে যে আসে।
মোর অঙ্গে অঙ্গে তার নূপুরে আওয়াজ
সে যে আসে।
সখী দে গো সাজায়ে ফুল সাজ
সে যে আসে।

কথা : সলিল চৌধুরী।

৪

আলো আমার আলো ওগো
আলো ভুবন ভরা
আলো নয়ন ধোয়া আমার
আলো হৃদয় হরা ॥
নাচে আলো নাচে ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে ও ভাই
হৃদয় বীণার মাঝে,
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা ॥

কথা : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫

(জার্মান অনুবাদ)

ওডু ও মাইন ওডু ও মাইন
হিম্মেন লিগ্যার ষ্ট্রাল্‌
ওডু ও মাইন ওডু ও মাইন
আওগেন জেলেন ষ্ট্রাল্‌
এস্‌থাণ্টস্‌ দাস্‌লিস্‌ক্ট
মাই নেম লেবেন জোনা
এসলিঙ্কণ্ট্‌ দাস্‌লিস্‌ক্ট্‌
এস্‌লিঙ্কণ্ট্‌ ইন ডেয়ার হৎসেন্স্‌লায়ার টিফে
ডেয়ার হিম্মেল ল্যারভিক্ট
বেআইল্ট ডেয়ারউন্‌ড্‌
এস্‌লাক্ট ডি-গান্‌জে এ্যারদে ॥

অনুবাদ ঃ—
মি্‌ আঙ্গেলিকা ও শ্রীঅমিত ঘোষ

৬

ডেকো না মোরে ডেকো না গো আর
ডেকো না অমন করে।
মোর জীবন তরণী সাধেরই পশরায়
এখন ও যায়নি ভরে ॥
এখন ও ব্যথার বাঁশী বাজেনি।
বিরহ বিধুর সাজে সাজেনি
এখন ও হৃদয় মোর হয়নি দেয়া গো
শূন্য করে ॥
জানি না কখন কোন মন্তরে,
এ হৃদি হারালো মোর অন্তরে,
অন্তর বীণা কখন জানিনা সুরের সাধনায়
হারালো সুরে ॥

কথা : সলিল চৌধুরী

৭

রুকে রুকে সে কদম মুড়কে বার বার
চলে
করার লেকে তেরে দরদে বেকারার্‌
চলে ॥
শেহের না আয়ে কোই বার আফ্‌তাব
আয়া।
হম্‌ ইন্‌তাজার মে এরাতভি গুজার
চলে ॥
উঠা হ্যায় ফির এহসান দিলকে সিনে
পর
তুম্‌হারা কদ্‌মোমে ইয়ে করজভি উতার
চলে ॥

কথা : গুলজার

পরশমল দীপচাঁদ প্রযোজিত

ভূমিকায়

সাবিত্রী

সন্ধ্যা রায়

বিকাশ

ছায়া দেবী

অনুপ

তরুণ

সতীন্দ্রনাথ

অন্তরাল

পরিচালনা ঃ
অগ্রদূত

সঙ্গীত ঃ
সুধীন দাসগুপ্ত

কাহিনী ঃ
নিতা সেন

জয়শ্রী প্রিণ্টার্স ২২, ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩